Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 19-07-2026 17:25 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১৯ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০২ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

পাঁচ দশক এগিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলা', শব্দলোকের উদ্বোধনে বঙ্গ সংস্কৃতির স্তুতি শাহের

ভক্তরা প্রতারিত হয়েছেন', রাম মন্দিরে প্রণামী চুরি বিতর্কে মোদিকে চিঠি রাহুলের

আমি মেসিদের সমর্থক, ভামোস আর্জেন্টিনা', বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে ঘোষণা নেতানিয়াহুর

বিশ্বকাপ মহারণ

ফাইনালে মুখোমুখি মেসি-ইয়ামাল

নয়া জামানা ঃ একজনের সম্ভবত শেষ, অন্যজনের জীবনের প্রথম। রবিবারের বিশ্বকাপ ফাইনালকে ফুটবলবিশ্ব দেখছে দুই প্রজন্মের লড়াই হিসেবে। একদিকে নিজের কেরিয়ারের সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন লিওনেল মেসি। অন্যদিকে জীবনের প্রথম বিশ্বকাপ খেলছেন স্পেনের তরুণ তারকা লামিন ইয়ামাল। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় বিকেল ৩টায় (আর্জেন্টিনার সময় বিকেল ৪টা, স্পেনের সময় রাত ৮টা) মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন ও আর্জেন্টিনা।গ্রুপ পর্বে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডনকে হারিয়ে অপরাজিত থেকে নকআউটে ওঠে আর্জেন্টিনা। তবে নকআউট পর্ব থেকেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। রাউন্ড অফ ৩২-এ কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়ায় ম্যাচ। শেষ ষোলোয় মিশরের বিরুদ্ধে ৭৮ মিনিটে ২ গোলে পিছিয়ে থেকেও নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে জেতে দলটি। কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধেও লড়াই গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে শেষ মুহূর্তে লাউতারো মার্তিনেসের জোড়া গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে আনে আর্জেন্টিনা। অর্থাৎ নকআউটের চার ম্যাচের একটিতেও ৯০ মিনিটের আগে এগিয়ে না থেকেও ফাইনালে পৌঁছেছে তারা; ২০১৮ সালের ক্রোয়েশিয়ার পর এমন কীর্তি আর কোনও দলের নেই।স্পেনের বিশ্বকাপযাত্রা বরং ছিল সংযত অথচ কার্যকর। পুরো টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি গোল হজম করেছে দলটি।

রাউন্ড অফ ৩২-এ অস্ট্রিয়াকে হারানোর পর শেষ ষোলোয় পর্তুগালের বিরুদ্ধে সুপার-সাব মিকেল মেরিনোর গোলে জয় পায় তারা। কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামকে টপকে সেমিফাইনালে দুইবারের ফাইনালিস্ট ফ্রান্সের মুখোমুখি হয় স্পেন। পেদ্রো পোরোর গোলে ২-০ ব্যবধানে ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে রড্রি-ইয়ামালরা।বিশ্বকাপে স্পেন ও আর্জেন্টিনা এর আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল, ৬০ বছর আগে ১৯৬৬ বিশ্বকাপে, যেখানে ২-১ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। সব মিলিয়ে দুই দলের ১৪ বারের সাক্ষাতে ৬টি করে ম্যাচ জিতেছে উভয় পক্ষ। সবশেষ ২০১৮ সালের প্রীতি ম্যাচে ৬-১ গোলের বড় হারের স্বাদ পেয়েছিল মেসির আর্জেন্টিনা।স্পেন তাদের একমাত্র বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছিল ২০১০ সালে, আর্জেন্টিনা জিতেছে তিনবার; সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে। জিতলে আর্জেন্টিনা হবে ব্রাজিল (১৯৫৮-৬২) ও ইতালির (১৯৩৪-৩৮) পর টানা দুই বিশ্বকাপ জেতা তৃতীয় দল।ম্যাচের আগে পোস্ট ম্যালোন, লরা পাউজিনি, নিকোল শেরজিঙ্গারসহ তারকাদের নিয়ে হবে জমকালো ক্লোজিং সেরিমনি। ফাইনালের আগে থেকেই ফুটবলপ্রেমীদের নজর এখন মেটলাইফ স্টেডিয়ামের দিকে;৬০ বছরের পুরনো হারের বদলা নেবে আর্জেন্টিনা, নাকি ২০১৮ সালের লজ্জার প্রতিশোধ নিয়ে প্রথমবার আর্জেন্টিনাকে বিশ্বমঞ্চে হারাবে স্পেন?

রাজ্যে করোনার থাবা!

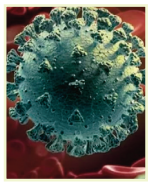

নয়া জামানা ঃ দেশে নতুন করে থাবা বসিয়েছে করোনা। উদ্বেগ বাড়িয়ে এবার রাজ্যেও! করোনা আক্রান্ত ১০ বছরের বালক ভর্তি কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, শনিবার সকালেই তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। তার বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায়। জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ নিয়ে তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। সন্দেহ হতেই চিকিৎসকরা সোয়াব টেস্ট করেন। সেখানেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে, জানা যায় ওই বালকটি করোনা আক্রান্ত। এরপর শিশুটিকে আইসিইউ-র আইসোলেশন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।

নজরে মিউজিয়াম

নয়া জামানা ঃ জাদুঘর মানেই এখনও অধিকাংশ মানুষের মনে ভেসে ওঠে পার্কস্ট্রিটের সুবিশাল সংগ্রহশালা। কিন্তু বেহালাতেও যে রয়েছে ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার, তা অনেকেই জানেন না। সেই বেহালা স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামকে নতুন করে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্নের লক্ষ্য, স্কুলপড়ুয়া থেকে ইতিহাসপ্রেমী;সবাইকে এই জাদুঘরের দিকে টেনে আনা।

শিল্পায়নের জোয়ারে লক্ষ্য কর্মসংস্থান, বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শাহের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন হল আমুলের মেগা ডেয়ারি প্রকল্প। আজ, রবিবার বিকেলে কলকাতার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে গড়ে ওঠা আমুলের নতুন দই উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়-সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। সংস্থার দাবি অনুযায়ী, নির্মীয়মাণ এই প্ল্যান্টটিই হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্র।

প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ কেজি দই, লস্যি, ঘোল এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য তৈরির পাশাপাশি প্রায় ১৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা থাকবে এই কারখানায়। পনির, মাখন, ঘি ও আইসক্রিমও উৎপাদিত হবে এখানে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায়

৬৫০-৭০০ কোটি টাকা। এটিই হবে আমুলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মালিকানাধীন ডেয়ারি প্ল্যান্ট, যা গুজরাটের একটি সংস্থার মাধ্যমে দু'দফায় নির্মিত হবে। জাতীয় সড়ক, রেলপথ ও কলকাতা বন্দরের সংযোগের কারণে সাঁকরাইলকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তর-পূর্ব ভারতে সহজে পণ্য সরবরাহ করা যায়। প্রশাসনের বক্তব্য, এর ফলে রাজ্যের দুগ্ধচাষিরা নিয়মিত ক্রেতা ও ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বর্তমানে বাংলায় আমুলের দৈনিক বিক্রি প্রায় ১০ লক্ষ লিটার দুগ্ধজাত পণ্য; নতুন কারখানা চালু হলে তা দ্বিগুণ হতে পারে বলে সংস্থা সূত্রে জানা গেছে।প্রকল্পটির সূচনা হয়েছিল ২০২৫ সালে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের মঞ্চে, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে আমুলের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (মৌ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রকল্পটি রূপায়ণে গতি এসেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের মত।সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে একাধিক বড় বিনিয়োগ এসেছে।

হুগলির ডানকুনিতে লাক্স কোজি প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, এবং বাঁকুড়ার মেজিয়ায় শ্যাম স্টিল প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। শিল্পমহলের একাংশের মতে, স্বল্প সময়ের মধ্যে একাধিক বড় সংস্থার বিনিয়োগ রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিবেশের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকৃত কর্মসংস্থান তৈরি ও সময়মতো প্রকল্প রূপায়ণের উপরেই এর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 19-07-2026 17:25 Page 2

৫০ বছর ধরে মহাকাশে বাজছে এক ভারতীয়র কণ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে ছুটে চলা এক মহাকাশযানের ভিতর এখনও বেজে চলেছে কেসরবাই কেরকরের কণ্ঠ। বেজে চলেছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত।আজ থেকে প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাত্রা করেছিল ভয়েজার ১ ও ভয়েজার ২ নামক মহাকাশযান। ইতিহাস বলে, এই যাত্রায় নাকি সঙ্গী হয়েছিল ভারতের এক অতিক্ষুদ্র গ্রামের এক কোকিলকণ্ঠী! অথচ সময়ের সঙ্গে তাঁর নাম প্রায় ভুলতেই বসেছে ভারতবাসী।১৯৭৭ সাল, নাসার উদ্যোগে ভয়েজার ১ ও ২ মহাকাশযাত্রা করে। এই যানে কোনও অভিযাত্রী ছিলেন না। অচেনা গ্রহগুলির সম্পর্কে আরও জানার উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে লঞ্চ করা হয়েছিল সেটি। এ সময় পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে এই দুই মহাকাশযানের সঙ্গে পাঠান হয় এক তামার ডিস্ক, যা 'ভয়েজার গোল্ডেন রেকর্ড' নামে পরিচিত। এ যানটির উৎসস্থল যে পৃথিবী, ডিস্কটি তারই বার্তাবাহক। ডিস্কটিতে ভরা ছিল ১১৫টি ছবি, পৃথিবীর নানান প্রাকৃতিক শব্দ, ৫৫টি ভিন্ন ভাষায় জানান শুভেচ্ছাবার্তা এবং মোট ২৭টি গান। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগানের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি গানগুলি নির্বাচন করেছিল। কিন্তু মহাকাশে এমন গান-ছবি পাঠানোর প্রয়োজন কী?আসলে, বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন; কোনও একদিন যদি কোনও বুদ্ধিমান ভিনগ্রহী সভ্যতার বাসিন্দারা এই মহাকাশযান খুঁজে পায়, তবে তারা যেন মানবসভ্যতার পরিচয়, বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতার এক ঝলক দেখতে পারে। নির্বাচিত ২৭টি গানের মধ্যে ছিল এক ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীর গানও। পৃথিবীর অসংখ্য সঙ্গীতধারা ও শিল্পীর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেরার সেরাদের।ভারতের গানটি ছিল একখানা তিন মিনিটব্যাপী ক্লাসিক্যাল মিউজিক ট্র্যাক। গেয়েছিলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী কেসরবাই কেরকর। পরিবেশিত রাগ ভৈরবীর বন্দিশ 'যাত কাহা হো'। ১৮৯২ সালে গোয়ার এক ক্ষুদ্র গ্রামে কেসরবাইয়ের জন্ম। গান গাওয়ার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ কোনও স্টুডিও জোটেনি তাঁর ভাগে। ব্যক্তিগত প্রচারদল থাকার তো প্রশ্নই উঠছে না। তবু তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, অসাধারণ কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আর নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছিলেন সুরশ্রী কেসরবাই কেরকরকে।আজ, প্রায় পাঁচ দশক পরে, ভয়েজার ১ মানবজাতির তৈরি সবচেয়ে দূরে পৌঁছে যাওয়া বস্তু হিসেবে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে যাত্রা করছে। আর পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে ছুটে চলা সেই মহাকাশযানের ভিতর এখনও বেজে চলেছে কেসরবাই কেরকরের কণ্ঠ। বেজে চলেছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। অন্য কোনও গ্রহের বাসিন্দারা কি খোঁজ পেয়েছে তাঁর সুমধুর কণ্ঠের? কিংবা আরও কয়েক লক্ষ বছর পর কি পাবে? সে প্রশ্নের উত্তর মিশে রয়েছে কেসরবাইয়ের অসামান্য বন্দিশেই।

এক রাত একা কাটালেই...

এই বাড়ির চৌহদ্দিতে যেতেও সাহস পান না কেউ, রাতে থাকলেই হাজার হাজার টাকা পাবেন, কেন জানেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুনশান চারপাশ। বাড়ির চৌহদ্দিতেই গা ছমছমে পরিবেশ। ঘরের ভিতরে পা রাখার আগেই বুক কেঁপে ওঠে সাধারণ মানুষের। এমন কোনও জায়গায় এক রাত, একা কাটানোর প্রস্তাব পেলে, শুরুতেই 'না' বলার কথা। কিন্তু জানেন কি, এইরকম বাড়িতে এক রাত একা কাটালেই কয়েক হাজার টাকা উপার্জন করতে পারবেন। জানেন কোথায়?

জানা গিয়েছে, এমন এক নিয়ম চালু হয়েছে জাপানে। জাপানের এই ধরনের বাড়িগুলোকে 'জিকো বুক্কেন' বলা হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, বা দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে, এমন একাধিক বাড়ির দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে আছে। জানা গিয়েছে, এই বাড়িগুলি বিক্রি করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেকেই প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটি বা অদ্ভুতুড়ে আওয়াজ, নানা ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার অভিযোগ তুলে এই বাড়ির চৌহদ্দিতেও যান না। রটে যাওয়া গুজবের জন্য সাধারণ মানুষ যেতেও ভয় পান। এবার এই ধরনের বাড়ি বিক্রি করার জন্যেই অভিনব উদ্যোগ নিল জাপান। 'ভুতুড়ে' বাড়িগুলোতে একা কাটানোর জন্য এবার প্রাইভেট তদন্তকারীদের একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদি এমন বাড়িতে একা কেউ কাটান, তাঁকে ভারতীয় মুদ্রায় ৩১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কাটাতে হবে এই বাড়িতে। সঙ্গে থাকবে ক্যামেরা, রেকর্ডার, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টর। কিন্তু কেন এই হাজার হাজার টাকা পাবেন? এই বাড়িতে আদৌ ভূতের উপদ্রব আছে কিনা, অস্বাভাবিক কিছু ঘটে কিনা, সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। যদি অস্বাভাবিক কিছু না ঘটে, তবেই এই বাড়িগুলো বিক্রির যোগ্য হয়ে উঠবে। যদি অস্বাভাবিক কিছু কেউ টের পান, সেটিও জানাতে হবে কর্মকর্তাদের। কোন ধরনের বাড়িতে থাকলে এই উপার্জনের সুযোগ রয়েছে? জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে কেউ আত্মঘাতী হয়েছেন, দুর্ঘটনা, আগুনে পুড়ে অনেকে মারা গিয়েছেন, বয়স্করা হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু দেহ উদ্ধার হয়েছে কয়েক সপ্তাহ পর, যেখানে কোনও খুনের ঘটনা ঘটেছে। এমন ধরনের বাড়িগুলিই দীর্ঘদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে বলে অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছেন। এবার সেগুলিই বিক্রির জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ডাইনোসরের নতুন প্রজাতির সন্ধান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কালাসিন প্রদেশে সাড়ে ১৫ কোটি বছর আগের এক ডাইনোসরের জীবাশ্ম বা ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন পুরাজীববিদরা, যা ডাইনোসর পরিবারে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজাতির
সংযোজন ঘটিয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করা দীর্ঘ গলাযুক্ত তৃণভোজী প্রাণীদের বিবর্তন এবং শারীরিক গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আরও অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি সূত্রে জানা গেছে। গলার আকার দেখে বিস্মিত বিজ্ঞানীরা। অত বড়দানবীয় আকার অথচ খাদ্য বলতে স্রেফ ঘাস পাতা। বিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রজাতির ডাইনোসরটির নাম দিয়েছেন 'ইউরাগাসরাস কালাসিনেনসিস'।
ধারণা করা হচ্ছে, জুরাসিক যুগের শেষের দিকে এই অতিকায় প্রাণীটি পৃথিবীতে বিচরণ করত। এটি দৈর্ঘ্যে ছিল প্রায় ২০ মিটার, যা সাধারণ একটি ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যের সমান।
এর অস্বাভাবিক লম্বা গলাটি একে অন্যান্য ডাইনোসরের থেকে সহজেই আলাদা করে। থাইল্যান্ডের মাহাসারখাম ইউনিভার্সিটির ডঃ আপিরুত নীলপানাপন, যিনি এই গবেষণার প্রধান লেখক, তিনি জানান যে ২০০৮ সালে প্রথম এই খননস্থলটির সন্ধান মেলে। স্থানীয় এক বাসিন্দা প্রথম সেখানে সাপের আঁশের মতো দেখতে কিছু পাথরের টুকরো খুঁজে পান, যা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের এই বড়সড় অনুসন্ধানের পথ দেখায়। ফু নোই নামের ওই আবিষ্কারস্থলে পাওয়া জীবাশ্মগুলির মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশিই ছিল ডাইনোসরের হাড় ও দেহের অংশ।গবেষক দলটি ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ডাইনোসরের দাঁত ও হাড়ের টুকরোসহ নানা ফসিল উদ্ধার করে। তবে পিঠের ওপরের দিকের মেরুদণ্ডের একটি হাড় থেকে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রজাতি। সিটি স্ক্যান করে জানা গেছে, এই ডাইনোসরটি মূলত 'মামেনচিসরিডি' নামক সরোপড ডাইনোসর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এরা তাদের অতিরিক্ত লম্বা গলার জন্য পরিচিত ছিল, যা দিয়ে তারা উঁচু গাছের মগডাল থেকে খাবার সংগ্রহ করত। এই পরিবারের বেশিরভাগ ডাইনোসরের জীবাশ্ম চিনে পাওয়া গেলেও, থাইল্যান্ডে এই প্রথম এমন কোনো সন্ধান মিলল।

মনিবের মৃত্যুশোকে মুহূর্তে প্রাণ হারাল ১৫ বছরের সঙ্গী পোষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রাণীদের ভালোবাসা অনুভব করার জন্য তেমন হৃদয় দরকার। যে মানুষ একবার প্রাণীর ভালোবাসা চিনতে পেরেছে, তার কাছে বুঝি তুচ্ছ স্বর্গসুখ।পোষ্যের প্রতি মানুষের প্রেম কি সন্তানস্নেহের সমতুল্য হতে পারে? কেউ বলবেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ভালোবাসা, স্নেহ-প্রেম-সহাবস্থান, তার জায়গা অন্য কোনও কিছুই নিতে পারে না। অন্য একাংশ অবশ্য বলবেন, প্রাণীদের ভালোবাসা অনুভব করার জন্য তেমন হৃদয় দরকার। যে মানুষ একবার প্রাণীর ভালোবাসা চিনতে পেরেছে, তার কাছে বুঝি তুচ্ছ স্বর্গসুখ।তোড়েঙ্গে দম মগর, তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে'; 'শোলে' ছবির গানের এ কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি হয়েছে মধ্যপ্রদেশের বেতুলনিবাসী প্রদীপ জৈনের ক্ষেত্রে। বিগত ১৫ বছর ধরে তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে ছিল বাড়ির পোষ্য পোমেরিয়ান কুকুরটি, নাম ডুগ্গু। ২৪ ঘণ্টা মনিবের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, তাঁর হাত থেকে খাবার খাওয়া, গা ঘেঁষে ঘুমানো, বাড়ি ফেরা মাত্রই লাফিয়ে উঠে পড়া গায়ে; গত ১৫ বছর ধরে একই রুটিনে বাঁধা পড়েছিল প্রদীপ ও ডুগ্গুর জীবন। এমনকী প্রদীপ অসুস্থ হলে ডুগ্গু খাওয়া ছেড়ে দিত। অসুস্থ হয়ে পড়ত নিজেও। তবে ৬৭ বছর বয়সি প্রদীপ দীর্ঘদিন ধরেই এক কঠিন অসুখের সঙ্গে লড়াই করে চলেছিলেন। টানা আট দিন ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। ফেরার কথা ছিল চলতি সপ্তাহের রবিবার। সেইমতো ডুগ্গুও মনিবের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে ছিল বাড়ির দোরগোড়ায়। কিন্তু সে ইচ্ছে পূর্ণ হল না। প্রদীপ পরিবারের সকলকে ছেড়ে পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। সম্পত্তি সংসার ছাড়াও পিছনে ফেলে গেলেন ১৫ বছরের ছায়াসঙ্গীকে। কিন্তু সে কি বাঁচতে পারবে এমন একাকীত্বের জীবন?বাড়ি ফিরলেন বটে, তবে নিথর শরীর হয়ে। তাঁর দেহ আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল পরিজনেরা। ডুগ্গু দাঁড়িয়ে রইল দূরত্বে। নীরব পাথরের মতো। ঘটনার ঘনঘটা ভিতর ভিতর তাকে পিষে দিয়েছে ততক্ষণে। আর তারপরই শুরু হল তারস্বর কান্না। পরিবারের লোকেরা সরিয়ে নিয়ে গেলেও, উচ্চস্বরে বিলাপ করে গেল চারপেয়েটি। যখন প্রদীপের দেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা বেরল, আচমকাই দেখা গেল হাঁটতে পারছে না ডুগ্গু। শুয়ে পড়েছে মাটিতে।এরপর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কিছু করে ওঠার আগেই উপস্থিত সকলে বুঝল, ডুগ্গু আর নেই। স্বাভাবিকভাবেই, পরপর দুই মৃত্যুতে কান্না দ্বিগুণ হল তাঁদের। তবে এ কথা আশ্বস্ত করল সকলকে যে প্রদীপ আর একা নেই। পরলোকেও তাঁর সঙ্গী হয়েছে ডুগ্গু। এ ঘটনা হতবাক করে। এক পোষ্য ও মনিবের এমন আশ্চর্য ভালোবাসা ভাবতে বাধ্য করে নতুনভাবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 19-07-2026 17:25 Page 3

হুঙ্কারই সার ! স্যাটাভাঙা মন্তব্যে

দ্বিতীয়বার থানায় হাজিরা দিচ্ছেন হুমায়ুন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ 'স্যাটাভাঙা' মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় ফের শক্তিপুর থানায় হাজিরা দিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রবিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ তিনি শক্তিপুর থানায় পৌঁছন। এর আগে থানার পাঠানো নোটিসে সাড়া না দিলেও দ্বিতীয় নোটিসের ভিত্তিতেই এদিন তিনি হাজিরা দেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ জুলাই শক্তিপুর থানার পক্ষ থেকে প্রথম নোটিস পাঠানো হলেও সেই হাজিরা এড়িয়ে যান হুমায়ুন কবীর। এরপর ৪ জুলাই রেজিনগর থানায় তাঁকে প্রায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেদিন থানায় প্রবেশের আগে তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে আরও ১০০ থেকে ১২০ জন স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হবেন এবং সেই তালিকাও প্রস্তুত রয়েছে।তদন্তকারীদের দাবি, প্রথম দফার জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

তাই ১৪ জুলাই ফের রেজিনগর থানায় তলব করা হয় হুমায়ুন কবীরকে। সেদিনও চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। থানা থেকে বেরিয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে 'দলদাস' বলে মন্তব্য করেন। একই দিনে শক্তিপুর থানার পক্ষ থেকেও দ্বিতীয় নোটিস পাঠানো হয়। সেই নোটিসের জবাব দিতেই রবিবার শক্তিপুর থানায় হাজির হন তিনি।উল্লেখ্য, গত ২৬ জুন রেজিনগরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির একটি সভা থেকে বিজেপিকে লক্ষ্য করে হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত ও উস্কানিমূলক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনার পর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে 'সবক' শেখানোর হুঁশিয়ারি দেন। এরপর রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় পৃথক অভিযোগ দায়ের হয় এবং তদন্ত শুরু করে পুলিশ।এই মামলায় ইতিমধ্যেই রেজিনগরের ওই সভার আয়োজক হিসেবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে হুমায়ুন কবীরকে একাধিকবার থানায় তলব করা হয়েছে। মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

গাজোলে গ্রেপ্তার প্রাক্তন যুব তৃণমূল সভাপতি , তদন্তে পুলিশ

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা ,মালদা ঃ গাজোল ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সুরজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তবে ঠিক কোন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও বিস্তারিতভাবে কিছু জানানো হয়নি।পুলিশ সূত্রের দাবি, সম্প্রতি একটি অপরাধমূলক ঘটনার তদন্তে গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুরজিৎ সাহার নাম উঠে আসে। সেই সূত্র ধরেই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।আদালতে তোলার সময় সুরজিৎ সাহা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে। গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ

বলেন, তাঁর জানা অনুযায়ী প্রাক্তন যুব তৃণমূল সভাপতিকে সম্ভবত একটি অস্ত্র-সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তে কী উঠে আসে, তা আদালতের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জমি দখল, অর্থ আদায় এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর মতো একাধিক মৌখিক অভিযোগ তাঁর কাছে এসেছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির পক্ষে লিখিত অভিযোগ তাঁর কাছে ছিল না বলেও তিনি জানান।অন্যদিকে, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ঘটনা যদি সত্যি হয়, পুলিশ তদন্ত করছে। যে কোনও দলেরই হোক, কেউ যদি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হওয়া উচিত।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, কিংবা কোন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে উত্তরেশ্বর মন্দির চত্বর ও অজয় নদীর পথ পরিষ্কার করলেন স্থানীয় যুবকেরা

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ আগামীকাল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, বাবা মহাদেবের মাথায় জল অর্পণের উদ্দেশ্যে বহু ভক্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় জামুড়িয়ার শ্যামলা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী উত্তরেশ্বর মন্দিরে। মন্দিরের নিকট অবস্থিত অজয় নদে পূণ্য স্নান সেরে জল এনে বাবা উত্তরেশ্বরের মাথায় অর্পণ করেন পুন্যার্থীরা। এবার সেই ভক্তদের কথা মাথায় রেখে রবিবার সকালে শ্যামলা অঞ্চলের ভুড়ি , ফরফরি এবং শ্যামলা গ্রামের একদল যুবক উত্তরেশ্বর মন্দিরের প্রধান ফটক থেকে মন্দির এবং মন্দিরের নিকটস্থ অজয় নদী যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তা সাফাই করলেন।এদিন মন্দির যাওয়ার রাস্তার দুই ধারে ও মন্দির চত্বরে গজিয়ে ওঠা আগাছা সাফাই করে মন্দিরকে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। পাশাপাশি মন্দির থেকে অজয় নদী যাওয়ার যে মাটির রাস্তা সে রাস্তাটিও সাফাই করা হয় এদিন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে রাজীব বাউরী জানান , উত্তরেশ্বর মন্দিরের একটা আলাদাই মাহাত্ম্য রয়েছে। সেই কারণেই প্রতিবছর বিভিন্ন সময় এই মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তরা এসে বাবার শরণাপন্ন হন। আগামীকাল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার , বহু পুন্যার্থী বাবার মাথায় জল অর্পণের জন্য আসবেন তাই তাদের যেন কোনরকম কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় সেই জন্যই আমরা এবছর আমাদের ভুড়ি ফরফরি এবং শ্যামলা , তিনটি গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবকের মিলিত উদ্যোগে এই সাফাই কর্মসূচিতে নেমেছিলাম। এদিন যুবকদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মন্দিরের সেবাইত অমিও অধিকারী।তাছাড়াও মন্দিরের সেবাইত এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সকল পুন্যার্থীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবার্তা দেন যে নদীর অবস্থা খুব শোচনীয় তাই বাবার মাথায় জল অর্পণের উদ্দেশ্যে আগত ভক্তরা যারা অজয় নদে পুণ্য স্নানে যাবেন তারা সকলেই সাবধানতা অবলম্বন করে নদীতে নামবেন।

আমবোঝাই লরি উল্টে মৃত্যু চালকের, আহত খালাসি

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার ভোররাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সগামী জাতীয় সড়কের দোমোহনি এলাকায় আমবোঝাই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ে। এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় লরির চালক মহম্মদ আসিফ (বাসিন্দা উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগর) নিহত হন। দুর্ঘটনায় আহত হন লরির খালাসি।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আমবোঝাই লরিটি উত্তরপ্রদেশ থেকে অসমের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। রবিবার ভোররাতে প্রবল বৃষ্টির সময় দোমোহনি এলাকায় এসে লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে

উল্টে যায়। দুর্ঘটনার জেরে লরির স্টিয়ারিংয়ে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় চালককে লরি থেকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত খালাসিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।দুর্ঘটনায় লরিতে থাকা বিপুল পরিমাণ আম নষ্ট হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কী কারণে লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সোমেই ভক্তদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পরিবর্তনের বাংলায় এবার শ্রাবণী মেলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। প্রথমবার এই মেলাকে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তারকেশ্বর এবং শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে রয়েছে ভক্তদের আবেগ এবং ভক্তি। লাখো লাখো শিবভক্ত এই সময় তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে যান। বিপুল সমাগমকে মাথায় রেখে প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশিকা জারির পর পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে হুগলি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বাড়তি কড়াকড়ি শুরু করেছে। পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 'নো এন্ট্রি' ঘোষণা করে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা নয় তাই প্রশাসনের তরফে বিকল্প রাস্তারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই বিকল্প রুটে জরুরি পরিষেবা যেমন অ্যাম্বুল্যান্স, খাবার-দুধের গাড়ি যাতে অনায়াসে যাতায়াত করে পারে, তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। সেই সঙ্গে পূর্ব ঘোষণা মতোই, কাল তেকে প্রতি সোমবার তারকেশ্বরে আসা ভক্তদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টির আয়োজনও করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ব্যবস্থায় নজরদারি চালাতে রবিবারই কন্টারে গোটা তারকেশ্বর এলাকা পরিদর্শন করেন তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান।

পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য গঙ্গার ১৪ টি ঘাটে বিশেষ পরিকাঠামো। তেমনই শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় ৩৭ কিলোমিটার যাত্রাপথে ৫ কিলোমিটার অন্তর একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা। যেখানে ২৪ ঘণ্টা থাকবেন চিকিৎসক, মিলবে ওষুধও। হাসপাতালে পাঠানোরও জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। গঙ্গায় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্সেরও। রাস্তার প্রতি মোড়ে পুলিশ পোস্ট, মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে গাইড ম্যাপ। ছোট গলিতে সবজি বিক্রেতাদের সকাল ৯টা পর্যন্ত বসার অনুমতি। রাস্তার দু'ধারে বসানো হয়েছে ডাস্টবিন।

ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চালাবে হুগলি গ্রামীণ ও কমিশনারেটের পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবার শ্রাবণী মেলায় রেকর্ড ভক্তসমাবেগের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ফলে জল এবং স্থলপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 19-07-2026 17:25 Page 4

দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড়

মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল মৌর্য, গুপ্ত, পাল, তাম্রপ্রস্তর যুগের সন্ধান

১৯-২৫ নভেম্বর সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটিও অন্যান্য বছরের মতো বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালন করে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নালন্দা বিদ্যাপীঠে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসের সূচনা দিনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটির সহ সভাপতি অভিজিৎ সরকার, নালন্দা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সৌমিত দাস, কোষাধক্ষ্য ঝন্টু হালদার, হেরিটেজ সোসাইটির কুমারগঞ্জ ব্লক কো-অর্ডিনেটর জুলিয়াস, হাসান চৌধুরী, সদস্য বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ।নিজেদের ঐতিহ্যকে চেনো, নিজেদের শেকড়কে জানো' , এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখেন সৌমিত দাস, অভিজিৎ সরকার প্রমুখ। দক্ষিণ দিনাজপুরে যে যে স্থানগুলো ঐতিহ্যের তালিকায় আসতে পারে সেই স্থানগুলিকে নিয়ে একটি স্লাইড উপস্থাপনা করেন শিক্ষক ঝন্টু হালদার। সেখানে বালুরঘাট নাট্যমন্দির, হিলির জৈন মন্দির, খাঁপুর সিংহবাহিনী মন্দির, কুমারগঞ্জের দেবগ্রামের শিবমন্দির, বাণগড়, আতা শাহের দরগা, করদহের শিবমন্দির-সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে দেখানো হয়। পরে সচেতনতার অঙ্গ হিসেবে শোভাযাত্রাও হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের শহর ও জেলার ঐতিহ্য সম্পর্কে সংরক্ষণের অঙ্গীকার করে।১৮০৯ সালে প্রথমবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে তাদের জরিপ কার্যের সময় প্রথম খেয়াল করেন দিনাজপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শনের। এবং তখন থেকেই নিদর্শনগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড়ের ঢিবি।দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি-সহ সভাপতি অভিজিৎ সরকার বলেন, আমরা অনেক দিন থেকেই জেলার জন্য হেরিটেজ মর্যাদা যুক্ত স্থানের দাবি করে আসছি। এবার তা পাওয়া উচিত। আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের? শিক্ষার্থীদের সচেতনতার মাধ্যমে এই দাবি নিয়মিত করে যাবো। এই কর্মসূচির আলোকে দক্ষিণ দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা যাক। দক্ষিণ দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটা প্রাণকেন্দ্র বাণগড়। মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, পাল, সেন, তাম্রপ্রস্তর যুগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যে জায়গার মাটি খুঁড়ে তার নাম বাণগড়। বাণগড়ের রাজা ও রাজত্বকাল শুরুর সঠিক ইতিবৃত্তান্ত জানা না গেলেও একটি কথা উল্লেখ করলে বোঝা যাবে এর প্রাচীনত্ব। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর পাল পূর্ববর্তী যুগের বংশানুচরিত গ্রন্থে লিখেছেন, তত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় তুর্কী মসুলমানেরা বাংলার পশ্চিমার্ধ অধিকার করে প্রথম দিকে গৌড় বা লখ্নাবতী (লক্ষ্মনাবতী)-কে রাজধানী করে এবং কিছুকাল পরে দেবকোট বা বাণগড়ে তাদের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়।১৮০৯ সালে প্রথমবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে তাদের জরিপ কার্যের সময় প্রথম খেয়াল করেন দিনাজপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শনের। এবং তখন থেকেই নিদর্শনগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড়ের ঢিবি। ১৯৩৮-৪১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের কলকাতার তৎকালীন সুপারিন্টেনডেন্টের মাধ্যমে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল কে. এন. দীক্ষিতের মাধ্যমে বাণগড় খননের অনুমতি পাওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে খননকার্য শুরু হয়। আর তাতেই মাটির নীচ থেকে উঠে আসে বিভিন্ন যুগের প্রত্নসম্ভার। ভূমিগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে সেনানিবাস, প্রাসাদ ফটক, শস্যাগার, পদ্মাবতী স্তম্ভ, নব্যপ্রস্তর যুগের ফ্লিট পাথরের কুঠার- এসব রাখা আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে।২০০৯-১১ দ্বিতীয়বার খনন হয়েছিল বাণগড়ে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কলকাতা মণ্ডলের অধিকর্তা তপনজ্যোতি বৈদ্যের নেতৃত্বে। ৮টি স্তরের এই খনন কার্যে সবার উপরে যেমন পাওয়া গিয়েছিল সুলতান যুগের পাতকুয়া, তেমনই সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গিয়েছে কাঠের কাঠামো। এটা কি তবে কাঠ দ্বারা নির্মিত বাড়ির প্রাচীন নিদর্শন? ২০১১ সালে খনন বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি অন্যান্য ইতিহাস লেখকদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে বাণগড়ের পুনর্খননের কথা। অবশেষে আবার প্রায় ৩০ কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে বাণগড় পুনর্খননের।দক্ষিণ দিনাজপুরে এলে পর্যটকদের গন্তব্য হয় বাণগড়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক ভ্রমণেরও জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাণগড়। তবে এই ঐতিহাসিক স্থান যে আরও গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে তা বলাই বাহুল্য। বাণগড় ছাড়াও গঙ্গারামপুর এবং সংলগ্ন এলাকায় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল অনিরুদ্ধ-উষার বিবাহ মণ্ডপ, অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতি বিজড়িত ধলদিঘির পাড়ে অবস্থিত আতা শাহের দরগা, ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির (পীরপালের সমাধি) সমাধি ইত্যাদি।২০১১ সালে খনন বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি অন্যান্য ইতিহাস লেখকদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে বাণগড়ের পুনর্খননের কথা। অবশেষে আবার প্রায় ৩০ কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে বাণগড় পুনর্খননের।চার শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এখানে রাজত্ব করেছিলেন পাল বংশের রাজারা। শেষ সম্রাট মদন পালের আমলে সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী সৃষ্ট 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নানাবিধ কর্মসূচিতে তুলে ধরছে বাণগড়-সহ দক্ষিণ দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মাহুর কিসমতের মন্দির, দেবগ্রাম, শমীবৃক্ষ, ঐতিহ্যের তপন দিঘি আরও কত কী!

যাবেন

ট্রেনে নিকটতম রেল স্টেশনটি বালুরঘাট, যা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে কলকাতার ট্রেনগুলি নিয়মিতভাবে বালুরঘাটের জন্য পাওয়া যায়

সড়ক পথে মালদা, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে ইতিমধ্যে রাস্তা দিয়ে সুসংযুক্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।